যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
AUG 09 2002

শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট সুলতানা শফির সাক্ষ্য

পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে লাঠিচার্জ করেছে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফি বললেন, আমিও নির্যাতিতদের একজন। আমার সামনেই গভীর রাতে পুরুষ পুলিশ ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। তখন আমি ছাত্রীদের মাঝেই ছিলাম। গভীর

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

রাতে ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের অষ্টম দিনে গতকাল সাবেক প্রভোস্ট ও ওই রাতে হলে উপস্থিত দুই সহকারী প্রক্টর সাক্ষ্য দিয়েছেন। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

পুলিশ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

ঢাবি শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট সুলতানা শফি গতকাল নায়েম ভবনে সাক্ষ্য দিতে যান —যুগান্তর

পুলিশ : ঢুকেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অধ্যাপক সুলতানা শফি হলে পুলিশ আনার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, কোন অবস্থাতেই তিনি পুলিশ চাননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার হলে বহিরাগত থাকলে তাদের বের করতে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদ জানিয়েছিলেন তিনি। লাঠিচার্জ করা পারে জেনে তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পুলিশের এডিসি তাকে বলেছেন, ওপরের নির্দেশ আছে।

বহিরাগতদের বের করার ক্ষেত্রে সহকারী প্রক্টররা তাকে সহায়তা করেনি উল্লেখ করে বলেন, বহিরাগতদের বের করার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের হলের বাইরে এনে কার্ড দেখে হলের ভেতরে ঢুকতে দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে তারা রাজি ছিলেন না। এনিয়ে তারা আমাকে হলের ভেতরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি কেন ভেতরে যাব। প্রতিটি ফ্লোরের দায়িত্বে সহকারী হাউজ টিউটর আছেন। এ দায়িত্ব তাদের। এক পর্যায়ে তারা হল থেকে চলে যান। মূল গেটের বাইরে থেকে আমাকে ডাকলে তাতে আমি সাড়া দিইনি। সহকারী প্রক্টর এভাবে একজন প্রভোস্টকে ডাকতে পারেন না।

তিনিসহ ছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে মিথ্যা উল্লেখ করে বলেন, ড্রয়ার থেকে টাকা লুটপাটের কথা বলা হয়েছে। অবৈধ মেয়েদের হলে কোন ড্রয়ার থাকার কথা নয়। সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এমন ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাম্য নয়। তার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে কিনা জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। এ জন্য কে বা কারা দায়ী প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি তা বের করবে। তদন্ত কমিশন গতকাল তার কাছ থেকে হলের প্রশাসনিক কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, আগামীকাল আবার তার সাক্ষ্য নেয়া হবে।

এ ছাড়া সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম ও অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহর সাক্ষ্য গতকাল রেকর্ড করা হয়। তারা ওই রাতে তাদের ভূমিকার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ডিসি ও প্রক্টরের নির্দেশেই তারা হলে গিয়েছিলেন। টেলিফোনে তারা তাদেরকে পরিস্থিতি অবহিত করেছেন এবং তাদের নির্দেশ মতো কাজ করেছেন। ডিসি এবং প্রক্টর হলে এলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তারা আরও উল্লেখ করেন, হল প্রভোস্ট বহিরাগতদের বের করতে তাদের সহযোগিতা করেননি। পুলিশ তাদের সামনে গেট ভেঙে হলে প্রবেশ করে।

সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুল্লার কাছে কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলেন, এতে কিছু বৈপরিত্ব রয়েছে। সরাসরি হলে পুলিশ ঢোকার কোন বিধান নেই। বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ঢুকতে পারে। তিনি অধ্যাদেশ সংস্কারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক আবুল খায়ের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞান অর্জন চর্চা অব্যাহত রাখা উচিত। তিনি প্রক্টোরিয়াল বিধিকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গতকাল পর্যন্ত মোট ৪৯ জনের সাক্ষ্য নিয়েছে কমিশন। গতকাল দৈনিক ইনকিলাবের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মুহম্মদ জাকারিয়া কমিশনের কাছে তার লিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন।

এক নাগারে ৮ দিন সাক্ষ্য গ্রহণের পর একদিনের বিরতি দিয়ে কাল থেকে আবার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে। কাল সাবেক উপাচার্য, প্রক্টর ও হল প্রভোস্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। রোববার আরও কয়েকজন ছাত্রী, পুলিশ কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব শেষ হবে।

পর শুরু হবে রিপোর্ট প্রণয়নের